তথ্য অধিকার আইন ও গ্রামীণ আলো

গ্রামীণ আলো নিজ উদ্যোগে তথ্য প্রকাশের নীতিমালা অনুসরণ করে থাকে। গ্রামীণ আলোর ব্যবস্থাপনা, কর্মকৌশল পরিকল্পনা চলমান কার্যক্রম ও অর্থ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত সকল তথ্য জনগণের জন্য উন্মুক্ত বা ওয়েবসাইটে সহজ প্রাপ্য। ইহা ছাড়া হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীর অধিকার ও সুশাসন সংরক্ষিত প্রকল্পে ইউনিয়ন পর্যায়ে সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের সেবার মান, সেবার ধরন এবং সেবা গ্রহনকারীদের সেবা সংক্রন্ত তথ্য অধিকার সমূহ সুরক্ষিত করতে সহযোগিতা করে আসছে। সেবা সেক্টর গুলোর মধ্যে (কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও ইউনিয়ন পরিষদ) অন্যতম। বিভিন্ন সভা-সমাবেশে তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। এ ছাড়াও ইউনিয়ন নাগরিক ফোরাম ও উপজেলা সিভিল সোসাইটি অর্গানাইজেশনকে তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ বাস্তবায়নে ওরিয়েন্টেশন প্রদানের ফলে তাদের সহযোগীতায় সাধারন জনগোষ্ঠীর সরকারী পর্যায় থেকে সেবা গ্রহন সহজলভ্য হচ্ছে যা তাদের সার্বিক উন্নয়নে সহায়ক এবং গ্রামীণ আলো বিশ্বাস করে যে, সঠিক তথ্য প্রাপ্তির মাধ্যমে সাধারণ নাগরিক তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় সক্রিয় হবে।

তথ্য কমিশন

তথ্য কমিশন তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী গঠিত একটি সংবিধিবদ্ধ স্বাধীন প্রতিষ্ঠান। Code of civil procedure 1908 অনুযায়ী এ কমিশনের দেওয়ানী আদালতের সমপরিমাণ ক্ষমতা রয়েছে। কমিশন নিম্নলিখিত বিষয়ে অভিযোগ গ্রহণ, অনুসন্ধান এবং তার নিষ্পত্তি করে থাকে।

* দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ না করা হলে;
* তথ্যের আবেদনপত্র গ্রহণ না করলে/আবেদনের তথ্য না পেলে;
* নির্ধারিত সময়ে কর্তৃপক্ষের জবাব না পেলে;
* তথ্য প্রকাশের জন্য অযৌক্তিক মূল্য নির্ধারণ বা আদায় করলে এবং
* অসম্পূর্ণ বা ভুল তথ্য প্রদান করলে।

কমিশনে অভিযোগ পদ্ধতি ও নিষ্পত্তির প্রক্রিয়া

অভিযোগ নিষ্পত্তি:
তথ্য কমিশন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে তথ্য প্রদানের নির্দেশ ছাড়াও প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে ৫০ থেকে সর্বোচ্চ ৫০০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা করতে পারবে।

গ্রামীণ আলো

ভিশন:

এমন সমাজ প্রতিষ্ঠা করা যেখানে প্রত্যেক মানুষ নিজস্ব অধিকারভোগের সক্ষমতা অর্জন করবে।

লক্ষ্য:

আমাদের সমাজে বসবাসরত অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়ন এমন পর্যায়ে উন্নীত করা, যেন তাঁরা নিজেদের অধিকার সুরক্ষার পাশাপাশি আত্মমর্যাদাশীল-উপার্জনক্ষম নাগরিক হিসাবে নিজেদেরকে গড়ে তুলতে পারে।

উদ্দেশ্য:

সংস্থার সু-নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হলো-

ক) নারীদেরকে আয়বৃদ্ধিমূলক কাজে সম্পৃক্ত করা যেন তাঁরা অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী হয়;

খ) নারী অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তাদেরকে সামাজিকভাবে ক্ষমতায়িত করা;

গ) স্থানীয় নাগরিকগণের সক্ষমতাবৃদ্ধি করা যেন তাঁরা নিজ নিজ এলাকায় মানসম্পন্ন সেবাপ্রাপ্তি নিশ্চিত করতে পারে;

ঘ) প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন প্রক্রিয়া সহজীকরণের জন্য স্থানীয় জনগোষ্ঠীসহ সরকারী সেবা প্রতিষ্ঠান সমুহে প্রতিবন্ধিতা বিষয়ক ধারণার স্বাভাবিক বিকাশ সাধন;

ঙ) স্থানীয় পর্যায়ে নারী নেতৃত্ব তৈরী ও শক্তিশালীকরণ যেন তাঁরা নারীর প্রতি সহিংসতার বিরুদ্ধে আন্দোলন জোড়দার করতে পারে;

চ) সংস্থার অভ্যন্তরে এমন একটি ব্যবস্থার উন্নয়ন যেন নির্যাতিত নারীরা আইনগত সহযোগিতা গ্রহণে উৎসাহিত হয়;

সংস্থার কার্যক্রমসমূহের মূল বিষয়সমূহ:

* নারীর ক্ষমতায়ন ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন
* তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে কিশোরীদের ডিজিটাল ডিভাইড দুরীকরণ;
* সেবা প্রতিষ্ঠান সমূহের স্বচ্ছতা ও জবাব দিহিতা নিশ্চিতকরণে সহায়তা এবং সামাজিক দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি;
* শিশু অধিকার প্রতিষ্ঠা ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা সহ পূর্নবাসন সেবা নিশ্চিতকরণ;

স্থানীয় নাগরিকগণের অংশ গ্রহণের মাধ্যমে উন্নয়ন নিশ্চিত করণ অত্যাবশ্যক !

গ্রামীণ আলো

শিববাটি, বগুড়া।

Right to information (RTI)

তথ্য অধিকার আইন-২০০৯

স্বচ্ছতা- জবাবদিহিতা- জনঅংশগ্রহণ

স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি কল্পে তথ্য অধিকার নিশ্চিত করুন।

আইনের উদ্দেশ্য-

তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের মাধ্যমে আইনভুক্ত সকল সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে স্বচ্ছতা জবাবদিহিতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে।

২৯ মার্চ ২০০৯ জাতীয় সংসদে তথ্য অধিকার আইন পাস হয় এবং ১ জুলাই ২০০৯ থেকে তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধ, আপলি ও তথ্য কমিশনে অভিযোগসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো কার্যকর হয়। এছাড়াও আইনের লক্ষ্য পূরণের জন্য তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত বিধিমালা ২০০৯; তথ্য প্রকাশ ও প্রচার সংক্রান্ত প্রবিধানমালা ২০১০ এবং অভিযোগ দায়ের ও নিষ্পত্তি সংক্রান্ত প্রবিধানমালা ২০১১ প্রণয়ন করা হয়েছে।

যে সকলপ্রতিষ্ঠানের কাছে তথ্যের আবেদন করা যাবে

জনগণকে তথ্য প্রদান করতে বাধ্য প্রতিষ্ঠান/সংস্থাগুলো:

* সংবিধান অনুযায়ী সৃষ্ট সংস্থা। যেমন: নির্বাচন কমিশন;
* সরকারের মন্ত্রণালয়, বিভাগ/কার্যালয় যেমন শিক্ষা মন্ত্রণালয়;
* সরকারের কোন মন্ত্রণালয়, বিভাগ বা কার্যালয়ের সাথে সংযুক্ত বা অধীনস্থ কোন অধিদপ্তর, পরিদপ্তর বা দপ্তরের প্রধান কার্যালয় বিভাগীয় কার্যালয়, আঞ্চলিক কার্যালয়, জেলা কার্যালয় বা উপজেলা কার্যালয়। যেমন: জেলা/ উপজেলা/ ভূমি অফিস;
* আইন অনুযায়ী গঠিত সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান। যেমন: দুর্নীতি দমন কমিশন;
* আধা-সরকারি বা বিদেশী সহায়তা গ্রহণকারী বেসরকারী প্রতিষ্ঠান। যেমন: বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন, সরকারের পক্ষে বা সরকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত বেসরকারী প্রতিষ্ঠান যেমন: বিভিন্ন সেতুর টোল আদায়কারী প্রতিষ্ঠান; এবং
* সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্ধারিত প্রতিষ্ঠান।

যে ধরনের তথ্য জানতে চাওয়া যাবে

প্রতিষ্ঠানের গঠন, কাঠামো ও দাপ্তরিক কর্মকান্ড বিষয়ে প্রতিষ্ঠান কার্যালয়ে সংরক্ষিত সকল উপকরণ, নকশা, মানচিত্র, কার্য-বিবরণী, প্রতিবেদন, হিসাব বিবরণী এবং অডিও বা ভিডিও ইত্যাদি।
তবে দাপ্তরিক নোট শিট বা নোট শিটের প্রতিলিপি প্রদান বা পরিদর্শনের অনুরোধ গ্রহণযোগ্য নয়।

তথ্যের জন্য আবেদন ও আপীল ফরম্যাট

সরকারি নির্ধারিত তথ্য প্রাপ্তির আবেদন ফরম 'ক' এবং আপীল পরম 'গ' অনুযায়ী লিখিত বা ইলেক্ট্রনিক বা ই-মেইলেও আবেদন করতে পারবে ফরম্যাট গুলো পাওয়া যাবে-

* তথ্য কমিশন ওয়েবসাইট www.infocom.gov.bd
* স্থানীয় এলাকায় ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয় সমূহ থেকে শুধুমাত্র ছাপানো 'আবেদন ফরমটি' বিনামূল্যে সংগ্রহ করা যাবে।

প্রতিষ্ঠানের তথ্যের জন্য আবেদন ও আপীল পদ্ধতি

তথ্য প্রাপ্তির মাধ্যম ও অর্থের পরিমাণ

তথ্যের বিবরণ	তথ্যের মূল্য
লিখিত ডকুমেন্টের কপি (ম্যাপ, নকশা, ছবি, কম্পিউটার প্রিন্ট)	* এ ৩/৪ মাপের কাগজ প্রতি পৃষ্ঠা দুই টাকা হারে * তার চেয়ে বড় হলে প্রকৃত মূল্য
ডিস্ক, সিডিতে তথ্য সরবরাহ	প্রতিষ্ঠান থেকে সরবরাহ করলে তার প্রকৃত মূল্য
বিক্রয়যোগ্য প্রকাশনা	প্রকাশনার নির্ধারিত মূল্য
আইন, সরকারি বিধান, নির্দেশনা	বিনামূল্যে

* নগদ, মানি অর্ডার, পোস্টাল অর্ডার, ক্রসড চেক ও স্ট্যাম্পের মাধ্যমে মূল্য পরিশোধ করা যাবে।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির তথ্য প্রাপ্তি

তথ্য প্রাপ্তির আবেদন প্রক্রিয়া সকল ধরনের প্রতিবন্ধীদের জন্যও একই রকম। তবে আইন অনুযায়ী যে কোন ইন্দ্রীয় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে তার প্রয়োজন মতো সহায়তা প্রদান সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার জন্য বাধ্যতামূলক।

দায়িত্বপ্রাপ্ত তথ্য কর্মকর্তা না থাকলে আবেদনকারীর করণীয়

যে প্রতিষ্ঠানে আবেদন করবেন, তার নিয়োজিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম ও ঠিকানা জেনে নেওয়া আবেদনকারীর প্রাথমিক দায়িত্ব। কোন দায়িত্বপ্রাপ্ত তথ্য কর্মকর্তা খুঁজে না পেলে, উক্ত প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন। কর্তৃপক্ষ আবেদন গ্রহণে অস্বীকৃতি জানালে তথ্য কমিশনে সরসরি অভিযোগ দায়ের করা যাবে।

যে ধরনের প্রতিষ্ঠানরে ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়

আট ধরনের প্রতিষ্ঠান যেমন- এনএসআই, ডিজিএফআই, প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা ইউনিটসমূহ, সিআইডি, এসএসএফ, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের গোয়েন্দা সেল, পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চ ও র‍্যাব এর গোয়েন্দা সেল এ আইনের অন্তর্ভুক্ত নয়।

তবে দুর্নীতি বা মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত তথ্যের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের জন্য এ আইন প্রযোজ্য হবে।

প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব

কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক আবেদনকারীকে তথ্য প্রদান এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আবেদনকারীর আপীল আবেদনের নিস্পত্তি করে থাকে। তথ্য অধিকার আইন এবং সংশ্লিষ্ট প্রবিধানমালা অনুসরণে তথ্যসমূহের নিয়মিত সংরক্ষণ, প্রকাশ ও প্রচার করা কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব।

যে ধরনের তথ্য প্রচার ও প্রকাশ বাধ্যতামূলক নয়

* দেশে নিরাপত্তা অখন্ডতা, সার্বভৌমত্বের প্রতি হুমকি সংক্রান্ত।
* বাণিজ্যিক অন্তর্নিহিত, গোপনীয়তা, কপিরাইট বা বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদবিষয়ক।
* প্রচলিত আইন এর প্রয়োগ বাধাগ্রস্থ হওয়ার বা অপরাধ বৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকলে।
* জনগণের নিরাপত্তা বা বিচারাধীন মামলার সুষ্ঠ বিচারে বিঘ্ন হতে পারে।
* কারো ব্যাক্তিগত জীবনে গোপনীয়তা ক্ষুন্ন হতে পারে।
* তদন্ত কাজে বিঘ্ন ঘটতে পারে।

তথ্যপ্রাপ্তির আবেদনপত্র তৈরীর ক্ষেত্রে ৭টি গুরুত্বপূর্ন বিষয়

* সহজ ও সংক্ষিপ্ত কথায় তথ্যের জন্য আবেদন করা।
* প্রাসঙ্গিক সর্বোচ্চ ৪-৫ টি প্রশ্ন জানতে চাওয়া।
* দীর্ঘ দিন এর পুরাতন তথ্য জানতে না চাওয়া।
* তথ্য অধিকার আইনের ধারা উল্লেখ করা।
* তথ্য জানতে চাওয়ার কারন প্রকাশের প্রয়োজন নেই।
* দুর্নীতি বা জালিয়াতি সংক্রান্ত তথ্য চাওয়ার ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করা।
* প্রয়োজনে এ বিষয়ে অভিজ্ঞতা সম্পূর্ন ব্যক্তির সাহায্য নেওয়া।